বিষয়বস্তুঃ রমাযান মাস কেমন কাটাবেন ?

রমাযান মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(৩ রমাযান ১৪৪৫ হিজরী, ১৫ মার্চ ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৩৬

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

মুহতারম ভাই সকল ! আজ পবিত্র রমাযান মাসের ৩ তারিখ, প্রথম জুমুআ। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, রমাযান মাস কেমনভাবে কাটাবেন ?

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ১৮৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ "রমাযান মাসটি এমন একটি মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এই কুরআন হল এমন কিতাব, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং

সত্যপথের যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ, আর সাথে সাথে ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যকারী বিধান।” এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, পবিত্র রমাযান মাস কুরআন নাযিলের মাস। সেজন্য আজকের আলোচনার মূল বিষয় হল, পবিত্র কুরআনের সম্মানার্থে এই রমাযান মাসটি কীভাবে কাটাবেন ?

সুধী বন্ধুগণ ! প্রথমে আমরা রমাযান মাসের ফযীলত সম্পর্কে জানব। তারপর একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের আলোকে আমরা জানতে পারব যে, রমাযান মাসটি কীভাবে কাটান উচিৎ।

মনে রাখবেন, পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত নিযাম ও রীতি হল, তিনি স্বজাতীয় বস্তুর মধ্যে একটিকে আরেকটির উপরে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যেমন গাছ-পালা পশু-পাখি ইত্যাদির মধ্যে আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই। স্বজাতীয় একই পশু-পাখি ও গাছ-পালার মাঝে একে অপরকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কাল-ফর্সা, লম্বা-খাট একই জাতের প্রাণীর মধ্যে কত তারতম্য।

এভাবে আমরা মানব সৃষ্টির মধ্যে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, কেউ বা লম্বা, কেউ বা খাট। আবার কেউ বা কাল, কেউ বা ফর্সা। আবার কেউ বা ধনী, কেউ বা গরিব। তবে সকলেই কিন্তু মানুষ।

আমরা যারা ইতিহাস ভূগোল নিয়ে পড়াশোনা করেছি, কিংবা যারা অনলাইনে ইউটিউবে নজর রাখি তারা অনেকে জানি যে, আমাদের এই পৃথিবীতে আমাজন নামে একটি জঙ্গল আছে। যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জঙ্গল। এই জঙ্গলটি বর্তমান দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ৯টি দেশ ঘিরে বিস্তৃত।

মনে রাখবেন, মানুষ বহু অজানা রহস্য উদঘাটন করার জন্য পৃথিবী থেকে চাঁদে এবং মঙ্গলগ্রহে পৌঁছে গেছে। পরিকল্পনা করছে, চাঁদে জমি কেনার। সেখানে বসবাসের জন্য ঘরবাড়ি ফ্লাট তৈরি করার। অথচ এই আমাজন জঙ্গলের বহুকিছু রহস্য এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারে নি। এই জঙ্গলে অসংখ্য আদিবাসী জাতিরা বাস করে। যারা এখনও পর্যন্ত এই আধুনিক যুগের উন্নয়ন ও প্রযুক্তি

সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। তারা বর্তমান যুগের এই সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি, অস্ত্রসস্ত্র ও উন্নতমানের মেশিনপত্র ছাড়াই নিজেদের জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে। এরাও কিন্তু মানুষ।

অনুরূপভাবে কুরআন করীমের সূরা কাহাফে যে ইয়া'জুজ মা'জুজ সম্প্রদায়ের বর্ণনা এসেছে, তারাও মানুষ। এরা হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ৪টি সন্তান হাম, সাম, ইয়াফিস ও কিনআনের মধ্য হতে 'ইয়াফিসের' বংসধর। তবে এরা অত্যন্ত হিংস্র ও উশৃংখল মানুষ। এদের অনিষ্টা থেকে সাধারণ মানুষদেরকে বাঁচানোর জন্য বাদশাহ যুলকরনাইন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ইস্পাত ও শিশা গলিয়ে প্রাচীর নির্মাণ করে এদেরকে বন্দি করে দিয়েছিলেন।

তাফসীরে তবারীতে লেখা আছে, এরা আমাদের সাধারণ মানুষের চেয়ে অর্ধেক। অর্থাৎ এরা উচ্চতায় দুই থেকে তিন ফুট। এদের কানদুটো এত চওড়া যে, একটা কান বিছানার মতো বিছিয়ে নেয়, আর আরেকটা কান

চাদরের মতো গায় দেয়। কিয়ামতের পূর্বে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যুগে এদের আবির্ভাব ঘটবে। এরাও কিন্তু মানুষ।

সুধী বন্ধুগণ ! তবে সকল মানুষের মর্যাদা সমান নয়। কেননা সমস্ত মানুষের মধ্যে নবীদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। আবার নবীদের মধ্যে সকলের মর্যাদা সমান নয়। নবীদের মধ্যে যারা রসূল তাদের মর্যাদা আবার সবচেয়ে বেশি। আবার সকল রসূলদের মর্যাদা সমান নয়।

কুরআন করীমের মধ্যে সূরা বাকারার ২৫৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ "ওই সমস্ত রসূলগণ, যাদের মধ্যে আমি একে অপরকে প্রাধান্য দিয়েছি।" অর্থাৎ সমস্ত রসূলের মর্যাদা সমান নয়। তাঁদের মধ্যে আমাদের রসূল নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। সহীহ মুসলিমের ২২৭৮ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ أدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَّنْشَقُّ

عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ "আমি কিয়ামতের দিন সকল আদম সন্তানের সর্দার এবং আমিই সর্ব প্রথম কবর থেকে উঠব। আর আমিই সর্ব প্রথম সুফারিসকারী হব এবং আমার সুফারিস সর্ব প্রথম কবূল করা হবে।" এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা সকল নবী ও রসূলের চেয়ে বেশি।

অনুরূপভাবে পৃথিবীতে যমিন-আসমান সৃষ্টির সময় আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে ১২টি মাস সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলো একই জাতের হলেও এর মধ্যে সমস্ত মাসের মর্যাদা সমান নয়। এর মধ্যে ৪টি মাস তথা যুল ক'দাহ, যুল হিজ্জাহ, মুহাররম ও রজব মাস তুলনামূলক অন্যান্য মাসের চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ। এই ৪টি মাসের মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণ হিসেবে সূরা তাওবার ৩৬ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীসের আলোকে লেখা আছে যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই মাসগুলিতে যুদ্ধ-বিদ্রোহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সেজন্য জাহিলিয়াতের যুগ থেকে মক্কাবাসীরা এই মাসগুলিকে সম্মান করত।

তবে রহমত, বরকত ও অধিক নেকী অর্জনের দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ফযীলতপূর্ণ মাস হল, পবিত্র রমাযান মাস। এ বিষয়ে সকল উলামা ও ফুকাহারা একমত পোষণ করেছেন। এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে আমরা এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস লক্ষ্য করি।

মনে রাখবেন, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় আসার পর দ্বিতীয় বছরে রোযা ফরয হয়েছিল। যে বছরে রোযা ফরয হয়েছিল, সে বছর শা'বান মাসের শেষ তারিখে অর্থাৎ রমাযান মাস শুরু হওয়ার আগের দিন পবিত্র রমাযান মাসের ফযীলত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। হাদীসের বিখ্যাত কিতাব সহীহ ইবনে খুযাইমার ১৮৮৭ নম্বর হাদীসে ভাষণটি বর্ণিত আছে। যদিও হাদীসটি সুত্রগতভাবে দুর্বল, তবে মুহাদ্দিসীনদের নিকটে ফযীলতের ক্ষেত্রে এমন দুর্বল হাদীসও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।

নবীজির বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রযি)

বলেছেনঃ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ “রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে শা’বান মাসের শেষ তারিখে অর্থাৎ রমাযান মাসের একদিন পূর্বে ভাষণ দিয়ে বলেছিলেন যে, يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ “হে মানব জাতি ! তোমাদের উপর একটি মহা বরকতপূর্ণ মাস আসছে। شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ “এমন মাস যার মধ্যে এমন একটি রাত আছে, যে রাতটি এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

অতঃপর বললেনঃ এ মাসে (দিনের বেলা) রোযা ফরয করেছেন এবং রাতে তারাবীহ নানাযকে সুন্নত করেছেন। নবীজি বললেনঃ مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدّٰى فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ “যে ব্যক্তি এ মাসে একটি নফল ইবাদত করবে, সে যেন অন্য মাসে একটি ফরয আদায় করল।” অর্থাৎ রমাযান মাসে একটি নফল আদায় করলে ফরযের সমতুল্য সাওয়াব পাওয়া যায়। وَمَنْ أَدّٰى فِيْهِ فَرِيْضَةً كَانَ كَمَنْ أَدّٰى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ “আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয ইবাদত আদায় করবে, সে যেন অন্য মাসে ৭০ টি ফরয

ইবাদত আদায় করল। অর্থাৎ পবিত্র রমাযান মাসে সমস্ত নেকীর মান ৭০ গুণ বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।

যেমন উদাহরণ স্বরূপ যদি কেউ রমাযান ছাড়া অন্য মাসে একটি টাকা দান করে তাহলে, সে তার দরুন মিনিমাম ১০ টি টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করার সমতুল্য নেকী পায়। কেননা সহীহ মুসলিমের ১১৫১ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ كُلُّ عَمَلِ اِبْنِ أٰدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا اِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ "বনী আদমের সমস্ত আমল মিনিমাম ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেওয়া হয়।" পক্ষান্তরে রমাযান মাসে বান্দার প্রত্যেকটি আমলের নেকী মিনিমাম সত্তর গুণ থেকে আরম্ভ হয়, সুবহানাল্লাহ।

এরপর নবীজি বললেনঃ এটা সবরের মাস। আর সবরের প্রতিদান হল জান্নাত। এটা সাহায্য ও সহানুভূতির মাস। অতএব, এমাসে চাষি থেকে শুরু করে সকল ব্যবসায়ী মানুষদের একটি কথা খিয়াল রাখা দরকার যে, অন্য মাসে যে পরিমাণ ব্যবসায় লাভ করতেন, এমাসে

একটু কম লাভে ব্যবসা করবেন। পারলে গরিবদেরকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দিয়ে দিবেন। রুযীর চিন্তা করবেন না। রুযীর মালিক আল্লাহ। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ شَهْرٌ يَزْدَادُ فِيْهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ "এটি এমন মাস, যে মাসে মু'মিন বান্দার রুযী অন্য মাসের তুলনায় বেড়ে যায়। এমাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার গোনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং সে জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে। আর সে রোযাদারের সমতুল্য নেকী লাভ করবে। অথচ ওই রোযাদারের থেকে কোন নেকী কেটে নেওয়া হবে না।

নবীজির একথা শুনে সাহাবারা বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ ! আমাদের প্রত্যেকের তো এমন সামর্থ নেই যে, রোযাদারদেরকে পেট ভরে ইফতার করাবে। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে একটি খেজুর অথবা পানি কিংবা এক ঢোঁক দুধও পান করাবে, সেও এরূপ সাওয়াবের অধিকারী হবে।

সম্মানিত উপস্থিতি ! এরপর নবীজি বলেছেনঃ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَأٰخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ "এমাসের প্রথম ভাগে আল্লাহর বিশেষ রহমত নাযিল হয়। আর দ্বিতীয় ভাগে বান্দার গোনাহের মাগফিরত হয় এবং তৃতীয় ভাগে নাজাত অর্থাৎ জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হয়। যে ব্যক্ত এমাসে নিজের অধিনস্ত শ্রমিকদের কাজ হালকা করে দিবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন।

এরপর নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে বললেনঃ اِسْتَكْثِرُوْا فِيْهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ "তোমরা এমাসে ৪টি আমল বেশি করে করবে। এর মধ্যে প্রথম দু'টি আমল দ্বারা নিজের রবকে রাজি খুশি করতে পারবে। আর বাকি দু'টি আমল না করে তোমাদের কোন উপায় নেই। অর্থাৎ তোমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আমল।

প্রথম দু'টি আমলের মধ্যে (১) আমল হল, شَهَادَةُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ "বেশি বেশি লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ পড়বে। আর (২) আমল হল, "বেশি বেশি ইস্তেগফার পড়বে। একটি

হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ طُوْبٰى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيْفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيْرًا "সৌভাগ্য ওই ব্যক্তির জন্য যে হাশরের মাঠে নিজের আমলনামায় বেশি বেশি ইস্তেগফার পাবে।" অতএব আমরা চলতে ফিরতে উঠতে বসতে সর্বদা বেশি বেশি ইস্তেগফার পড়ব, ইনশা আল্লাহ। এবার যে দু'টি আমল ছাড়া তোমাদের কোন উপায় নাই তা হল, (১) আল্লাহর কাছে বেশি বেশি জান্নাত প্রার্থনা করবে, (২) বেশি বেশি জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইবে।

নবীজি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে আমার হাউযে কাউসার থেকে পানি পান করাবেন। তারপর কখনও সে পিপাসা বোধ করবে না। সহীহ ইবনে খুযাইমার হাদীসটি এ পর্যন্ত শেষ হল।

সুধী বন্ধুগণ ! আমরা এ হাদীস দ্বারা পবিত্র রমাযান মাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ করণীয় আমল সম্পর্কে জানতে পারলাম। এবার পরিশেষে যে কথাটি আমরা ভাল করে

খেয়াল রাখব সেটা হল, আমাদের রোযাটা যেন প্রকৃত আল্লাহর জন্য হয়ে থাকে এবং আমাদের রোযাগুলো যেন যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত হয়। তা নাহলে সারাদিন না খেয়ে উপোস থেকে কোন লাভ হবে না। আর আল্লাহ রব্বুল আলামীন এমন রোযা কখনও পছন্দ করেন না, যে রোযার মধ্যে রোযাদার গীবত-গেল্লা, হিংসা-বিদ্বেষ থেকে সমস্ত গোনাহে লিপ্ত হয়।

সহীহ বুখারীর ৬০৫৭ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الْزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ "যে ব্যক্তি (রোযা অবস্থায়) গোনাহের কথা এবং তার উপর আমল করা আর মূর্খতা পরিহার করল না, আল্লাহর নিকট তার পান-আহার বর্জন করে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।" বোঝা গেল, রোযা অবস্থায় অত্যন্ত সংযত হয়ে চলা উচিৎ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রমাযান মাসটি নেক আমলের মধ্যে কাটানোর তাওফীক দান করুন, আমীন।